আধুনিক জীবনে পাঠাগার

তাজুল ইসলাম খান

মানুষের এগিয়ে চলার পথে পাঠাগার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে, মানুষের জীবন থেকে ধন-সম্পদ হারিয়ে যায়, কিন্তু মন হারায় না–যদি সে নিয়মিত পাঠাগারে অথবা ঘরে বসে সাহিত্যসাধনা করে। সাধনার বড় অংশ হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–যার মাঝে পড়ে আছে নির্ঘুম ছোটো-বড় পাঠাগার। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য এই পাঠাগারই একমাত্র পথ, যা মানুষকে সুন্দর পথে চলার জন্য সাহায্য করে। এই চলার পথকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দেশের আনাচে-কানাচে এবং নিজস্ব পরিসরে অনেক পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। যেখানে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে অনেক পাঠক ছিল; কিন্তু আশির দশক থেকে তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে।

কিন্তু কেন?
তাহলে কি লেখাপড়া শিখে, উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এই পাঠাগারের পাঠক না হয়ে পাঠাগারবিমুখ হয়ে পড়েছি! সেটা তো মানবসমাজের কিংবা পাঠকসমাজের কাম্য নয়।

আজ বিজ্ঞানের এই ধাপে, বিজ্ঞানের এই ছোঁয়ায় আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে; তাতে করে পাঠক বাড়ে নি। ফেসবুক-ইউটিউবের মাধ্যমে কিছু প্রিয়-অপ্রিয় শব্দ চোখে ভাসে–যা থেকে তরুণ সমাজ ভালোটা না নিয়ে মন্দটা বেছে নেয়। তরুণ সমাজ বইকে বেছে না নিয়ে ওই সমস্ত ডিজিটাল মাধ্যমকে বেছে নেয়, তাই পাঠাগার তৈরি হলেও পাঠক তৈরি হয় না। এর জন্য, কিংবা এই অবস্থানের জন্য দায়ী কে–আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক না অভিভাবক? এখানে কাউকে দায়ী করা যায় না। এখানে একটা কথা বলতে হয়, যে অভিভাবকদের উদাসিনতাকে দায়ী করা যায়। একটা সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা পাঠাগারের ভূমিকা অপরিসীম। যে-সমাজে পাঠাগার নাই, পাঠকসমাজ নাই, সে-সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে না। সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদেরকে এখন থেকেই আবার নতুন করে পাঠাগারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং পাঠকসমাজ তৈরিতে সচেতন হতে হবে।

পাঠকসমাজ তৈরি করতে হলে প্রথমে নিজ নিজ ঘর থেকে ছেলে-মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে; ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যেও আমাদের পাড়া-প্রতিবেশিদের বই দিয়ে আকৃষ্ট করতে হবে। কেউ যদি বই না-পড়তে চায় তবে ভালো ভালো কথাগুলো 'আন্ডারলাইন' করে অভিভাবকদের বলতে হবে–তোমরা এই লাইনগুলো পড়ে একবার দেখ, ভাল লাগলে পড়বে, না লাগলে পড়বে না। এইভাবে পাঠকসমাজ বাড়াতে হবে।

প্রথমে তারা বিরক্ত হতে পারে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষককে ধৈর্য ধরে বলতে হবে–তোমরা চেষ্টা করো। পাঠক তৈরিতে এই পথটা কাজে লাগতে পারে কিছুটা, তবে যেহেতু তরুণদের একটি বৃহৎ অংশ ডিজিটাল মাধ্যমে অভ্যস্ত, সেহেতু পাঠাগারকে ডিজিটাল করলে ও বইকে ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরের মাধ্যমে তাদের সামনে উপস্থাপন করলে আবার পাঠক তৈরি হবে। সময়ের প্রবাহকে অস্বীকার না করে বরং তার দেওয়া বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সুযোগগুলো ব্যবহার করতে হবে।

জীবনদর্শনে পরিবারের কথা না বললেও চলবে। দর্শনের যে-কোনো দিক জানতে হলে তাকে পাঠাগারমুখী হতে হবে। একটা মানুষ জীবনে অনেক কিছুই করতে পারে–যদি তার মধ্য জীবনদর্শন থাকে। আর এই জীবনদর্শন পেতে হলে সমাজে পাঠাগারের বিকল্প নেই।

পাঠাগার মানেই জীবন।
জীবন মানেই দর্শন।
দর্শন মানেই বই।
বই মানেই পাঠাগার।